সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭৬
WEEKLY BOOKLET:276

ইলমে দ্বীনের ফযীলত

বিলকিসের সিংহাসন কিভাবে আসলো? ০১
লোকমান হাকিমের উপদেশ ০৫
বিপদ-আপদ দূর হওয়ার মাধ্যম ১১
ইলমের ফযীলত সম্পর্কিত বাণী ১৪

Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

ইহয়াউল উলুম, ১ম খন্ডের “ইলমের বর্ণনা” অধ্যায় থেকে কিছুটা পরিবর্তন ও সংযোজন সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইলমে দ্বীনের ফযীলত

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই **“ইলমে দ্বীনের ফযীলত”** পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করার এবং সেটার উপর একনিষ্ঠতার সাথে আমল করার সামর্থ্য দান করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর দরূদ শরীফ পড়তে থাকে ফেরেশতারা তাদের উপর রহমত প্রেরণ করতে থাকে, এখন বান্দার ইচ্ছা সে কি কম পড়বে নাকি বেশি পড়বে। (ইবনে মাজাহ, ১/৪৯০, হাদীস: ৯০৭)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিলকিসের সিংহাসন কিভাবে আসলো?

বিলকিসের বাদশাহী সিংহাসন আশি (৮০) গজ লম্বা এবং চল্লিশ (৪০) গজ চওড়া ছিল, এটি স্বর্ণ-রুপা এবং বিভিন্ন ধরনের রত্ন ও মণি

মুক্তা দ্বারা সজ্জিত ছিল, যখন সুলায়মান عَلَيۡهِ السَّلَام বিলকিসের দূত ও উপহার সামগ্রী প্রত্যাখান করলেন এবং তাকে চিঠি লিখলেন সে যেন মুসলমান হয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো যে, বিলকিস এখানে আসার পূর্বে যেন তার সিংহাসন আমার দরবারে এসে যায়। সিংহাসন নিয়ে আসার উদ্দেশ্য এটি ছিল যে তার সিংহাসন নিয়ে এসে তাকে মু'জিযা দেখানো যাতে এটার উপর হযরত সুলায়মান عَلَيۡهِ السَّلَام 'র নবুয়তের সত্যতা প্রকাশ হয়ে যায়, মু'জিযা হলো নবীর সত্যায়নের দলিল। কিছু মুফাসসিরগণ বলেন যে, হযরত সুলায়মান عَلَيۡهِ السَّلَام চেয়েছেন বিলকিস আসার পূর্বে তার সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে যাতে তার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা হয়ে যায় যে, সে নিজের সিংহাসন চিনতে পারে কিনা! সুতরাং হযরত সুলায়মান عَلَيۡهِ السَّلَام তাঁর দরবারের লোকদের বললেন যেটাকে কুরআনে করীমে এভাবে বলা হয়েছে:

قَالَ يٰۤاَيُّهَا الۡمَلَؤُا اَيُّكُمۡ يَاۡتِيۡنِىۡ بِعَرۡشِهَا قَبۡلَ اَنۡ يَّاۡتُوۡنِىۡ مُسۡلِمِيۡنَ ﴿۳۸﴾ قَالَ عِفۡرِيۡتٌ مِّنَ الۡجِنِّ اَنَا اٰتِيۡكَ بِهٖ قَبۡلَ اَنۡ تَقُوۡمَ مِنۡ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّىۡ عَلَيۡهِ لَقَوِىٌّ اَمِيۡنٌ ﴿۳۹﴾

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত: ৩৮, ৩৯)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> সুলায়মান বললেন, 'হে সভাসদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসতে পারে এরই পূর্বে যে, সে আমার নিকট অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে। এক বড় দুষ্ট জ্বিন[১] বললো, আমি উক্ত সিংহাসন আপনার সম্মুখে উপস্থিত করে দিবো এরই পূর্বে যে, হুযুর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন এবং আমি নিঃসন্দেহে সেটার করার ক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্বস্ত হই।

১. খবিস বা দুষ্ট: বড় অনিষ্টকারী। (মা'রিফাতুল কুরআন, ৩০৪)

www.dawateislami.net

যার কথা শুনে হযরত সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি চাই যে, এরচেয়েও দ্রুত ঐ সিংহাসন আমার দরবারে চলে আসুক। এটা শুনে তাঁর ওযীর হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি ইসমে আযম জানতেন এবং কারামত সম্পন্ন ছিলেন। তিনি হযরত সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام কে আরয করলেন যেটা কুরআনে করীমে কিছুটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত: ৪০:

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ ব্যক্তি আরয করল, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল, 'আমি সেটা হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের পলক মারার পূর্বেই।'

হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রূহানী শক্তি দিয়ে বিলকিসের সিংহাসনটি সাবা রাষ্ট্র থেকে বায়তুল মুকাদ্দস পর্যন্ত হযরত সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام 'র মহল্লায় নিয়ে আসলেন এবং তিনি সিংহাসনটি যমিনের নিচ দিয়ে দিয়ে মূহুর্তের মধ্যে একেবারে হযরত সুলায়ান عَلَيْهِ السَّلَام 'র নিকট নিয়ে আসলেন। (কুরআনের আশ্চর্যকর ঘটনাবলি, (উর্দু, ১৮৯-১৯০)। সিরাতুল আম্বিয়া, ৭১৪ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেখানে এই ঘটনার মধ্যে হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র কারামত বর্ণনা করা হয়েছে তেমনিভাবে

কুরআনে করীমে তার পরিপূর্ণ হওয়ার বিশেষত্ব “ইলম” বর্ণিত হয়েছে। ইলমে দ্বীন সর্বোত্তম ইবাদত যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো মানুষ কে? বললেন: আলিমগণ। জিজ্ঞাসা করা হলো: বাদশাহ কে? বললেন: পরহেযগারগণ। জিজ্ঞাসা করা হলো: বোকা কারা? বললেন: যারা ধর্মের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন করে।

(আল মাজালাসতা ওয়া জাহারুল ইলমু লিল দিনুরী, ১/১৬০, ক্রমিক নং: ৩০০)

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আলিম নয় এমন ব্যক্তিকে মানুষের মধ্যে গণ্য করেননি কেননা ইলমই হলো ঐ বিশেষত্ব যার কারণে মানুষ সকল প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ ঐ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই মানুষ, যার কারণে তার সম্মান অর্জন হয়ে থাকে। সে শারীরিক শক্তি দ্বারা মানুষ নয় আর না হয় উট তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। আর না শারীরিক দিক দিয়ে মানুষ হয়, কেননা হাতির দেহ তার চেয়ে অনেক গুণ বড়। আর না বীরত্বের কারণে কেননা পশুরা তারচেয়ে বেশি বাহাদুর হয়ে থাকে। আর না এজন্য যে সে বেশি আহার করে কেননা গরুর পেট তারচেয়ে অধিক বড় হয়ে থাকে বরং মানুষকে ইলমের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৩) আল্লাহ পাক কুরআনে করীম, পারা ২০, সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৩ এ ইরশাদ করেন:

وَ تِلۡکَ الۡاَمۡثَالُ نَضۡرِبُہَا لِلنَّاسِ ۚ
وَ مَا یَعۡقِلُہَاۤ اِلَّا الۡعٰلِمُوۡنَ

(পারা ২০, সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর এ দৃষ্টান্তসমূহ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করছি, এবং বুঝেনা, কিন্তু আলিমগণ ব্যক্তিরা।

দ্বীনের স্তম্ভ

হাদীসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ পাকের কোন ইবাদত এমন করা হয়নি যা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার চেয়ে উত্তম আর একজন ফকিহ (অর্থাৎ আলিম) শয়তানের উপর হাজারজন ইবাদতকারীর চেয়ে অধিক ভারী হয়ে থাকে। প্রতিটি জিনিসের স্তম্ভ থাকে আর এই দ্বীনের স্তম্ভ হলো ফিকাহ। (মু'জামুল আওসাত, ৪/৩৩৭) এক হাদীসে পাকে রয়েছে, দুইটি স্বভাব এমন রয়েছে যা কোন মুনাফিকের মধ্যে থাকে না: সুন্দর চরিত্র এবং দ্বীনের (উপলব্ধি) জ্ঞান। (তিরমিযি, ৪/৩১৩, হাদীস: ২৬৯৩)

"আলিম" দ্বীনের মাপকাটি?

ইমাম গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে পাকে ফিকাহ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐটা নয় যেটা তোমরা বুঝে থাকো। ফকিহের সর্বনিম্ন স্তর হলো এই বিষয়ে বিশ্বাস রাখা যে আখিরাত দুনিয়া থেকে উত্তম এবং যদি তার উপর এই বিষয়ে সত্যিকার জ্ঞান ও প্রাধান্যতা পায় তো সেটার বরকতে সে নিফাক ও লৌকিকতা থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।

(ইহয়াউল উলুম, (অনুবাদকৃত), ১/৪৬)

লোকমান হাকিমের উপদেশ

বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ছেলেকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি উপদেশ এটিও ছিল যে বৎস! ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে বসো কেননা আল্লাহ পাক নুরে হিকমত দ্বারা অন্তরসমূহকে এমনভাবে জীবিত করেন যেমনিভাবে জমিনকে লাগাতার বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪৭৮, হাদীস: ১৯৪০)

www.dawateislami.net

অন্তরের খোরাক

হযরত ফাতাহ মাওসুলি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন: যদি অসুস্থ ব্যক্তিকে পানাহার ও ঔষুধ সেবন করা থেকে বিরত রাখা হয় তাহলে সে কি মারা যাবে না? লোকেরা বললো: কেন নয়। বললেন: অন্তরেরও একই অবস্থা, যদি তিন দিন পর্যন্ত তার থেকে ইলম ও হিকমত দূরে রাখা হয় তাহলে সে মৃত হয়ে যায়। (তাযকিরাতুল ওয়ায লি ইবনে জাওযি, ৫৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম গাযালি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত ফাতাহ মাওসুলি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ একদম সত্য বলেছেন কেননা যেমনিভাবে খাবার শরীরের খোরাক তেমনিভাবে ইলম ও হিকমত হলো অন্তরের খোরাক যেটার মাধ্যমে সে জীবিত থাকে আর যার নিকট ইলম নেই তার অন্তর অসুস্থ এবং তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু তার এই বিষয়ে জানা নেই কেননা দুনিয়ার ভালোবাসায় মশগুল থাকাটা এর অনুভব শেষ করে দেয়, যেমনটি অতিরিক্ত ভয়ের সময় ক্ষত হওয়ার ব্যথাটা অনুভব হয় না যদিওবা ক্ষত বিদ্যমান থাকে। অতঃপর যখন মৃত্যু তার কাছ থেকে দুনিয়ার বোঝা সরিয়ে নেয় তখন নিজের ধ্বংসের ব্যাপারে অনুভব করে খুব অনুতপ্ত হয় কিন্তু এটি তার জন্য বৃথা হয়ে থাকে। এটি এমনই যেমন মাতাল লোক নেশা ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় হওয়া জখমের অনুভব ঐ সময় হয় যখন সেই ভয় ও নেশা থেকে মুক্তি পায়। আমরা পর্দা খুলে যাওয়া থেকে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নিশ্চয় লোক ঘুমিয়ে আছে যখন মারা যাবে তখন তাদের চোখ খোলে যাবে। (ইহয়াউল উলুম, (অনুবাদকৃত), ১/৫১)

আইব দুনিয়া মে তু নে ছুপায়া — হাশর মে ভী না আব আনচ আয়ে
আহ! নামা মেরা খুল রহা তহে — ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরি দোয়া হে

www.dawateislami.net

লজ্জার পোশাক

আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে পারা ৮, সূরা আ'রাফ, আয়াত: ২৬ এ ইরশাদ করেন:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا

(পারা ৮, সূরা আ'রাফ, আয়াত: ২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আদম সন্তানগণ! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এক পোশাক এমনই অবতারণ করেছি, যা দ্বারা তোমাদের লজ্জার বস্তুগুলো গোপন করবে এবং একটি এমনও যে, তোমাদের শোভা হবে একটি তাকওয়ার পোশাক, সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

একটি বর্ণনা হলো এই আয়াতে "لِبَاسًا" দ্বারা ইলম "رِيْشًا" দ্বারা বিশ্বাস এবং "لِبَاسُ التَّقْوٰى" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লজ্জা।

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ইয়েমেনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত যে "ঈমান হলো পোশাকহীন, এটির পোশাক হলো পরহেযগারী, যেখানে এটির সৌন্দর্য হলো লজ্জা এবং এটির ফল হলো ইলম। (ইহয়াউল উলুম, ১/২০)

শহরের বিচারকের সাথে সাক্ষাত করার সময় নেই

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সালিম বিন আবু জা'দ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমাকে আমার মুনিব ৩০০ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলো তো আমি চিন্তা করলাম যে এখন কোন পেশা গ্রহণ করবো? অবশেষে ইলমে দ্বীন অর্জন করার মধ্যে মশগুল হয়ে গেলাম, এখনো বছর অতিবাহিত হয়নি শহরের বিচারক আমার সাক্ষাতে আসল কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। (ফয়যুল কদীর, ৩/৫৫২, হাদীসে ব্যাখ্যা, ৩৮২৭)

www.dawateislami.net

(এক বুযুর্গ বলেন এক্ষেত্রে একজন প্রবীণ কতোটা সত্য যেমন) হযরত আবু আসওয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইলমের চেয়ে বড় সম্মানের কোন জিনিস নেই। বাদশাহ প্রজাদের শাসন করে থাকে অথচ ওলামায়ে কেরাম বাদশাদের শাসন করে থাকেন। (ইহয়াউল উলুম, (অনুবাদকৃত), ১/৫০)

ফযীলতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

ইমাম গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "فضيلت" শব্দটি فَضْل থেকে নির্গত হয়েছে এবং فَضْل অধিক হওয়াকে বলা হয়। যখন দুইটি জিনিস কোন বিষয়ে সাদৃশ্য (সমান) হয় এবং সেগুলোর মধ্য হতে একটি অতিরিক্ত বিষয় চিহ্নিত করা হয় তখন বলা হয় সেটা অন্যটির চেয়ে উত্তম এবং এটার অন্যটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন হয়েছে, যখন ঐ অতিরিক্ত বিষয়টি সেটার মধ্যে বিদ্যমান থাকে যেটা তার জন্য পরিপূর্ণতার বিষয়। যেমন বলা হয়: ঘোড়া গাধার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে কেননা বোঝা বহনের ক্ষেত্রে ঘোড়া ও গাধা তো সমান ক্ষমতা রাখে কিন্তু হামলা করা, দৌঁড়, কঠোর আক্রমণ করার শক্তি এবং সুন্দর আকৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে। এখনো যদিওবা গাধাকে অতিরিক্ত সরাঞ্জামের সাথে বিশেষত্ব করা হয় তাহলে এটি বলা যাবে না যে, সে ঘোড়ার উপর প্রাধান্য লাভ করে নিয়েছে কেননা এটি শারীরিক প্রাধান্যতা যেখানে প্রকৃত পক্ষে ঘাটতি রয়েছে, যেটা কোন পরিপূর্ণতার বিষয় নয়, এজন্য হাইওয়ান তথা চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে দেহ নেই বরং معنوِيَّت (অর্থাৎ মৌলিকতা) এবং এটির বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আরো বলেন: ইলম বিষয়টি সে নিজেই সত্তাগত ভাবে কারো সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া সাধারণ ভাবে মর্যাদা লাভ করে কেননা এটি আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাকের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং ফেরেশতাগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام 'র মর্যাদা। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৯)

প্রিয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণের কারণ

ইমাম গাযালি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মনে রাখবেন যে এরকম উত্তম জিনিস যা অর্জন করার স্পৃহা হয়ে থাকে সেগুলো তিন প্রকার:

(১) এরকম জিনিস যা অর্জন করার অন্য কোন কারণ হয়ে থাকে যেমন টাকা - পয়সা, মূলত টাকা - পয়সা কাগজের টুকরা সেগুলোর কোন মূল্য নেই কেননা কাগজের নোট খাওয়ার দ্বারা পেট ভরে না এবং পিপাসও নিবারণ হয় না, যদি আল্লাহ পাক এগুলোর মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজন মিটাতে সহজ না করতেন তাহলে এই নোট এবং কাগজের মান সমান হতো। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৯) হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে দিরহাম ও দিনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তো তিনি বললেন: এটি মানুষের জীবন অতিবাহিত করার জন্য জমিনে আল্লাহ পাকের মোহর, না এগুলো খাওয়া হয়ে থাকে আর না পান করা হয় তোমরা সেগুলো যেখানেই নিয়ে যাও না কেন তোমাদের প্রয়োজন পূরণ হবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭২৯)

(২) ঐ জিনিস যেটা অর্জন করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ঐ জিনিসই হয়ে থাকে যেমন পরকালের সফলতা এবং আল্লাহ পাকের দিদারের স্বাদ। আল্লাহ পাকের দান করা নিয়ামতসমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হলো এই প্রকারটি।

(৩) ঐ জিনিস যা অর্জন করার উদ্দেশ্য স্বয়ং ঐ জিনিসই হয়ে থাকে এবং কখনো সেটা থেকে অন্য জিনিসও অর্জন করা হয়ে থাকে যেমন

www.dawateislami.net

মানুষ চাই যে তার দেহ নিরাপদ থাকুক কেননা যদি তার পায়ে আঘাত লাগে তখন কষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তার জীবনের মৌলিক কার্যাদির মধ্যে বেঘাতও ঘটে এজন্য বান্দা চেষ্টা করে যে তার শরীর নিরাপদ থাকুক।

এখন ইলমকে এই ভিত্তিতে দেখুন তো ইলম নিজের সত্তাগতভাবে রুচি সম্পন্ন সুতরাং সেটা অন্য কোন প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত (যেটা পূর্বের থেকে উত্তম) আর সেটা আখিরাত ও তার সফলতার মাধ্যম এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম এটা ব্যতীত আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন হয় না। মানুষের হকে সর্বদার জন্য সৌভাগ্যের মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু এবং সেটার ওসিলা সব জিনিসের চেয়েও উত্তম এবং (সাদাতে আবাদী) অর্থাৎ সর্বদার জন্য সৌভাগ্য ব্যতীত ইলম ও আমল অর্জন হতে পারে না আর আমলের অবস্থা জানা না থাকলে তো আমল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বুঝা গেলো যে দুনিয়া ও আখিরাতের আসল সৌভাগ্য হলো "ইলম" এজন্য এটি সব কিছু থেকে উত্তম। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৯, ১/১৮৭-১৯০) এক বর্ণনায় রয়েছে: তোমাদের দ্বীনের উত্তম আমল হলো সেটা যেটা সহজ হয় আর দ্বীন শিখা সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। (জামে বয়ানুল ইলম ও ফুদলা, ৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮০)

সম্পদ থেকে উত্তম

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত কুমাইল বিন যিয়াদ নাখয়ি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বললেন: হে কুমাইল! ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম কেননা সেটা তোমাকে হেফাযত করে যেখানে তোমাকে সম্পদ হেফাযত করতে হয়। ইলম হলো হাকিম (বিচারক) আর সম্পদ হলো মাহকুম (যাকে হুকুম করা হয়েছে)।

www.dawateislami.net

সম্পদ ব্যয় করার দ্বারা কমে যায় আর ইলম ব্যয় করার দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

(আল ফকিয়া ওয়াল মুতাফাক্কা, ১/১৮২, হাদীস: ১৭৬)

আরো বলেন: রাতভর ইবাদতকারী দিনে রোযা পালনকারী মুজাহিদের চেয়ে আলিম উত্তম এবং আলিমের মৃত্যুতে ইসলামে এমন শূন্যতা (Gape) এসে যায় যেটা তার নায়িব ব্যতীত পূর্ণ করতে পারে না।

(আল ফকিয়া ওয়াল মুতাফাক্কা, ২/১৯৭, হাদীস: ৮৫৬)

মাওলা আলী শে'রে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছু শে'র পড়েন যার মধ্যে এটাও রয়েছে: ইলমের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করো সর্বদার জীবন পাবে। কেননা লোক মারা যায় কিন্তু ওলামাগণ জীবিত থাকে।

(আল ফকিয়া ওয়াল মুতাফাক্কা, ২/১৫০, হাদীস: ৭৬৯)

বিপদ-আপদ দূর হয়ে যাবে

হযরত যুবাইর বিন আবু বকর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন আমি ইরাকে ছিলাম আমার পিতা আমাকে পয়গাম পাঠালেন ইলম অর্জন করাকে আবশ্যক করে নাও! যদি গরীব হও তাহলে এটি তোমার সম্পদ আর যদি ধনী হও তো এটি তোমার সৌন্দর্য্য। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৪)

এক বর্ণনায় রয়েছে: যে ইলম অর্জন করবে আল্লাহ পাক তার বিপদ-আপদ দূর করে দিবেন এবং তাকে ঐখান থেকে রিযিক দান করবেন যেখানে তার ধারণাও হবে না। (জামে বয়ানুল ইলম ও ফুদলা, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৮)

আলিমে দ্বীনের ওফাত

হাদীসে পাকে রয়েছে: আলিম জমিনে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি হয়ে থাকে। (জামে বয়ানুল ইলম ও ফুদলা, ৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৫) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: একটি সম্প্রদায়ের মৃত্যু একজন আলিমের মৃত্যু থেকে সহজ।

(শুয়াবুল ঈমান, ২/২৬৪, হাদীস: ১৬৯৯)

কোন এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা আলিমের মৃত্যুতে পানির মধ্যে মাছ আর বাতাসে পাখিরা কান্না করে। আলিমের চেহারা অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু তার স্মরণ অবশিষ্ট থাকে। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৪)

ইলমের পার্থিব উপকারিতা

ইমাম গাযালি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ইলম এই কারণে উত্তম যে তোমরা জানো কোন জিনিসের ফলাফল যতো সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ হবে ঐ জিনিসও ততো গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর তোমরা জেনেছো যে, ইলমে দ্বীনের দুনিয়াবী উপকারীতা হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করা, অথচ দুনিয়াতে সেটার উপকারীতা হলো ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি আর স্বভাবগত ভাবে সম্মান করাটা আবশ্যক হিসেবে পাওয়া যায়। এটি সাধারণ ইলমের মর্যাদা। ইলম বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, যেহেতু ইলম উত্তম বিষয়াদির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত তো সেটা অর্জন করা মানে উত্তম কাজের অনুসন্ধান করা ও শিক্ষা দেয়াটা উত্তম কাজের উপকারীতা পৌঁছানো হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৯)

চারটি হাদীসে মোবারকা

(১) ঐ আলিমে দ্বীন অনেক উত্তম যদি তার প্রয়োজন পড়ে তো উপকার পৌঁছিয়ে দেয় যদি তার থেকে উদাসীনতা হয় তাহলে নিজেকে অমুখাপেক্ষী রাখে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬৭, হাদীস: ২৫১)

(২) আলিম ও আবিদের মধ্যে ১০০টি স্তর রয়েছে আর প্রতিটি স্তরের মাঝখানে এতোটুকু দূরত্ব যতোটুকু একটি শক্তিশালী ঘোড়া ৭০০ বছর দৌঁড়ে অতিক্রম করতে পারবে।

(জামে বয়ানুল ইলম ও ফুদলা, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৮)

www.dawateislami.net

(৩) হাদীসে পাকে রয়েছে: মুমিন আলিম (ব্যক্তি) মুমিন আবিদের উপর ৭০ স্তর বেশি মর্যাদা রাখে। (জামে বয়ানুল ইলম ও ফুদলা, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪)

(৪) রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দরবারে আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! উত্তম আমল কোনটি? প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: اَلْعِلْمُ بِاللّٰه আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কোন ইলম উদ্দেশ্য করেছেন? বললেন: আল্লাহ পাকের সত্তার ইলম (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মা'রিফাত অর্থাৎ পরিচয়ের ইলম) আরয করা হলো: আমাদের প্রশ্ন আমল সম্পর্কিত যেখানে আপনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইলমের বিষয়ে বলছেন? ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের সত্তার ইলম অর্জন হলে তবে সামান্য ইলমও উপকার দিবে আর যদি এটা না হয় তাহলে বেশি আমলও উপকার থেকে শূন্য হয়ে থাকে। (ইহয়াউল উলুম, ১/২২)

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

মহান বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه আল্লাহ পাকের এই বাণী (رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ)[২] 'র ব্যাখ্যায় বলেন: দুনিয়াতে "حَسَنَةً" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলম ও ইবাদত, অথচ আখিরাতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত। (তিরমিযী, ৫/২৯৫, হাদীস: ৩৪৯৯)

---

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে পরকালে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। (পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১)

www.dawateislami.net

ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কিত বুযুর্গানে দ্বীনের বাণীসমূহ

(১) মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা, আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: হে লোকসকল! তোমাদের উপর ইলম অর্জন করা আবশ্যক। নিশ্চয় আল্লাহ পাকের একটি চাদর হলো ভালবাসা আর যে ইলমের একটি ধাপ অর্জন করে নেয় আল্লাহ পাক তাকে ঐ চাদর পরিধান করিয়ে দেয়। (জামে বয়ানুল ইলম ও ফুদলা, ৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫১)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: ইলম উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে শিখে নাও আর আলিমদের ইন্তিকালের মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নেয়া হবে। ঐ সত্তার শপথ যার কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ, আল্লাহ পাকের রাস্তায় মারা যাওয়া শহীদগণ যখন আলিমদের মর্যাদা দেখবে তো আকাঙ্ক্ষা করবে যে হায়! আমাদেরকেও যদি আলিম (হিসেবে) উঠানো হতো। (ইহয়াউলম উলুম, ১/২৩) কেউ আলিম (হয়ে) জন্ম নেয় না (বরং) ইলম শিখার মাধ্যমেই আলিম হয়ে থাকে।

(কিতাবুয যুহদুল লাম আহমদ, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৯)

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বলেন: রাতে কিছুক্ষণ সময় ইলমে দ্বীন নিয়ে চর্চা করা আমার সারা রাত জাগ্রত থাকার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। (এভাবে হযরত আবু হুরাইরা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ ও হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল থেকেও বর্ণিত রয়েছে।) (ইহয়াউল উলুম ১/২৩)

(৪) হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: আলিমদের (কলমের) কালি শহীদদের রক্তের সাথে পরিমাপ করা হলে তবে আলিমদের (কলমের) কালি শহীদদের রক্তের চেয়ে ভারী হবে। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৩)

(৫) হযরত আহনাফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ’র বাণী হলো দ্রুত ওলামা মালিক হয়ে যাবে এবং প্রতিটি ঐ সম্মানের পরিণাম অপমান হয়ে থাকে যেটাকে ইলম দ্বারা মযবুদ করা হয় না। (উয়ুনুল আখবার লিদ দিনোরী, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

(৬) হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইলমের মর্যাদার ধারণা এই বিষয় থেকে করা যেতে পারে যে যার দিকে এই সম্পর্ক হয় হ্যাঁ সে ছোট বিষয়ে হোক, তো সে খুশি হয়ে থাকে আর যার থেকে উঠিয়ে নেয়া হয় সে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৩)

(৭) একজন আলিমের বাণী হায়! আমার যদি জানা হয়ে যেতো যে, যার ইলম নসীব হলো না তার কি নসীব হলো আর যার ইলম নসীব হয়েছে তার কি নসীব হলো না! (ইহয়াউল উলুম, ১/২৩)

(৮) কোন বুদ্ধিমানকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন জিনিস জমা করা উচিত? উত্তর দিলো: ঐ জিনিস! যখন তোমাদের নৌকা ডুবে যায় তো সেটা তোমাদের সাথে সাঁতার কাটতে থাকবে অর্থাৎ ইলম। (জামে বয়ানুল ইলম ও ফুদলা, ৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৬) অনেকের মতে: নৌকা ডুবে যাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর মাধ্যমে দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। (ইহয়াউল উলুম, ১/২৩)

(৯) বলা হয়েছে, যে (ব্যক্তি) হিকমতকে লাগাম বানিয়ে থাকে লোকেরা তাকে ইমাম বানিয়ে নেয় এবং যে হিকমত বুঝে নেয় লোক তাকে সম্মানের চোখে দেখে। (জামে বয়ানুল ইলম ও ফুদলা, ৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৬)

ইলম শিখা ও শিখানোর ফযীলত

একবার নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন হুজরা শরীফ থেকে মসজিদে তাশরিফ নিলেন তো দুইটি মজলিস দেখতে পেলেন একটিতে কুরআন মজিদ পড়তেছিল এবং দোয়া করছিল আর অপরটিতে ইলম শিখা

www.dawateislami.net

ও শিখানোর মধ্যে ব্যস্ত ছিল বললেন: “উভয়টি কল্যাণকর”। এসব লোক কুরআনে পাকের তিলাওয়াত আর আল্লাহর নিকট দোয়া করছে, আল্লাহ পাক চান তো তাদের দান করবেন বা করবেন না আর এসব লোক শিখা ও শিখানোর মধ্যে ব্যস্ত রয়েছে এবং নিশ্চয় আমাকে শিক্ষক বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, অতঃপর নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওটাতেই তাশরিফ নিলেন। (ইবনে মাজাহ, ১/১৫০, হাদীস: ২২৯)

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

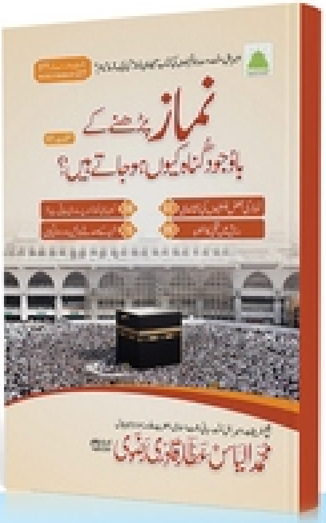

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net